

মল্লুয়া

বন্দনা

আদিতে বন্দিয়া গাই অনাদি ঈশ্বর ।
দেবের মধ্যে বন্দি গাই ভোলা মহেশ্বর ॥
দেবীর মধ্যে বন্দি গাই শ্রীদুর্গা ভবানী ।
লক্ষ্মী-সরস্বতী বন্দুম যুগল নন্দিনী ॥
ধন-সম্পদ মিলে লক্ষ্মীরে পূজিলে ।
সরস্বতী বন্দি গাই বিদ্যা যাতে মিলে ॥
কার্ত্তিক-গণেশ বন্দুম যত দেবগণ ।
আকাশ বন্দিয়া গাই গরুড়-পবন ॥
চন্দ্র-সূর্য্য বন্দিয়া গাই জগতের আধি ।
সপ্ত পাতাল বন্দুম নাগাস্ত^১ বাসুকী ॥
মনসা দেবীরে বন্দুম আস্তিকের মাতা ।
যাহার বিষের তেজ ডরায় বিধাতা ॥
ভক্তমধ্যে বন্দিয়া গাই রাজা চন্দ্রধর ।
তার সঙ্গে বন্দিয়া গাই বেউলা-লক্ষ্মীন্দর ॥
নদীর মধ্যে বন্দিয়া গাই গঙ্গা ভাগীরথী ।
নারীর মধ্যে বন্দিয়া গাই সীতা বড় সতী ॥
বৃক্ষের মধ্যে বন্দিয়া গাই আদ্যের তুলসী^২ ।
তীর্থের মধ্যে বন্দিয়া গাই গয়া আর কাশী ॥

^১ নাগাস্ত = নাগ, অনস্ত ?

^২ আদ্যের তুলসী = দেখা যায় বৈকুণ্ঠের ন্যায় ধর্মপূজকেরাও তুলসীর বাহাধ্য স্বীকার করিয়াছেন ।

সংসারের সার বন্দুম বাপ আর মায়ে ।
 অভাগীর জনম হৈল যার পদছায়ে ॥
 মুনীর মধ্যে বন্দিয়া গাই বাল্মীকি তপোধন ।
 তরুলতা বন্দিয়া গাই স্বাবর-জঙ্গম ॥
 জল বন্দুম স্থল বন্দুম আকাশ-পাতাল ।
 হর-শিরে বন্দিয়া গাই কাল-মহাকাল ॥
 তার পর বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ ।
 সবার চরণ বন্দিয়া জানাই নিবেদন ॥
 চার কুনা^১ পৃথিবী বন্দিয়া করিলাম ইতি ।
 সলাভ্য^২ বন্দনা গীত গায় চন্দ্রাবতী ॥

১-২৮

(১)

জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ

মন্দান্যা^৩ আইশ্নারে^৪ পানি ভাটি বাইয়া যায় ।^৫
 চাল বিনোদে ভাক্যা কইছে তার মায় ॥
 “উঠ উঠ বিনোদ আরে ডাকে তোমার মাও^৬ ।
 চাল মুখ পাখলিয়া মাঠের পানে যাও ॥
 মাঠের পানে যাওরে যাদু ভালা^৭ বান্দ আইল ।
 আগণ^৮ মাগেতে হইব ক্ষেতে কান্তিক। সাইল^৯ ॥

^১ কুনা = কোণ ।^২ সলাভ্য = ?

^৩ মন্দান্যা = মন্দ মন্দ । ন্যা = না, এই “না” কথার কোন অর্থ নাই, “ন্যা” বা “না”-এর অর্থ অনেক সময় “হাঁ” । কোন উক্তিতে জোর দেওয়ার জন্য উহা ব্যবহৃত হয় ; যথা “এই না ভাবিয়া কন্যা কোন কাম করে ।” এই স্থলে “এই না ভাবিয়া” অর্থ ‘এই ভাবিয়া’—এই পুস্তকেই এইভাবে “না”-এর ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে ।

^৪ আইশ্নারে = আশ্বিনের ; আইশ্না = আশ্বিনা, “রে” পাদ-পূরণে ।^৫ মন্দ মন্দ আশ্বিনের জল কমিতে আরম্ভ করিল ।^৬ মাও = মা (যথা, পদ = পাও = পা পূর্ববঙ্গে একপভাবে ‘ও’কার অনেক পদে পাওয়া যায়) ।^৭ ভালা = ভাল (ভাল করিয়া) ।^৮ আগণ = অগ্নিহরণ ।^৯ কান্তিক। সাইল = কান্তিকের শালি ধান্য ।

মেঘ ডাকে গুরু গুরু ডাক্য তুলে পানি।^১
 সকাল কইরা ক্ষেতে যাও আমার যাদুমণি ॥
 আশমান ছাইল কাল মেঘে দেওয়ায়^২ ডাকে রইয়া ।
 আর কতকাল থাকবে যাদু ঘরের মাঝে শুইয়া ॥”
 আইল আইশ্নারে পানি উভে^৩ করল তল ।
 ক্ষেত কিশি^৪ ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল ॥
 দেশে আইল দুর্গাপূজা জগত-জননী ।
 কুলের^৫ ছাল্যা^৬ বাক্য্য দিয়া পূজে দুর্গারানী ॥
 এই মতে আশ্বিন গেল, আইল কান্তিক মাস ।
 ঘর^৭ শয্য ক্ষেতে নাই হইল সর্বনাশ ॥
 লাগিয়া কান্তিকের উষ^৮ গায়ে হইল অর ।
 বিনোদের মায়ে কান্দে, হইয়া কাতর ॥
 জোড়া মইষ^৯ দিয়া মায় মানসিক করে ।
 মায়ত^{১০} কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে ॥
 দেবের দোয়াতে^{১১} পুত্র পরাণে বাচিল ।
 এমতে কান্তিক গিয়া আগুণ^{১২} পড়িল ॥
 উত্তরিয়া^{১৩} শীতে পরাণ কাঁপে থরথরি ।
 ছিড়া^{১৪} বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মুরি^{১৫} ॥
 ভাল হইল চান্দ বিনোদ দেবতার বরে ।
 ঘরে নাই সে লক্ষ্মীর দানা^{১৬} লক্ষ্মীপূজার তরে ॥

^১ গুরু গুরু ডাকিয়া যেন জলকে জাগাইয়া তুলিয়াছে ।

^২ দেওয়ায় = মেঘ (দেওয়ায় = দেবে); রইয়া = রহিয়া রহিয়া ।

^৩ উভে = সম্পূর্ণ রূপে ।

^৪ কিশি = কৃষি ।

^৫ কুলের = কোলের; বয়মনসিংহের অনেক স্থলে ‘ও’কারের স্থানে ‘উ’কার ব্যবহৃত হয় ।

^৬ ছাল্যা = ছেলে ।

^৭ ঘর = ‘সরু শস্য’ যথা সরিষা ।

^৮ উষ বা ওষ = হিষ ।

^৯ মইষ = মহিষ ।

^{১০} মায়ত = মায়, মা ।

^{১১} দোয়াতে = আশীর্ব্বাদে ।

^{১২} আগুণ = অগ্নিহায়ণ ।

^{১৩} উত্তরিয়া = উত্তর দিক্ হইতে আগন্ত ।

^{১৪} ছিড়া = ছিন্, ছেঁড়া ।

^{১৫} মুরি = ঘেরিয়া ।

^{১৬} দানা = চাউল ।

ধারের কাচি^১ আন্যা মায়ে তুল্যা দিল হাতে ।
“কেতে যাওকে পুত্র আমার ধান্য যে কাটিতে ॥”

পাঞ্চ গাছি বাতার^২ ডুগল^৩ হাতেতে লইয়া ।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া ॥
আশ্বিন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান ।
এরে^৪ দেখ্যা চান্দ বিনোদের কান্দিল পরাণ ॥

চান্দ বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে ।
“আইশ্না পানিতে মাও সব শস্যি গেছে ॥”
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে সিরে দিয়ে হাত ।
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত ॥
টাকায় দেড় আড়া^৫ ধান পইড়াছে আকাল^৬ ।
কি দিয়া পালিব মায় কুলের ছাওয়াল ॥
পোষ মাসে পোষা আদ্রি^৭ বিনোদে ডাকিয়া ।
মায় পুতে যুক্তি করে ঘরেতে বসিয়া ॥

আছিল হালের গরু বেচিয়া খাইল ।
পাঁচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে^৮ দিল ॥

^১ ধারের কাচি = তীক্ষ্ণ কাস্তে ।

^২ পূর্ববঙ্গে “বাতা” শব্দ নানা স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । ঢাকা অঞ্চলে বেড়া আটকাইবার জন্য উহার মধ্যে মধ্যে যে চাঁছা বাঁধ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাতা বলে । কিন্তু ময়মনসিংহে ঐরূপ ব্যবহারের জন্য “বাতা” নামক একরূপ স্বতন্ত্র গাছই পাওয়া যায় ।

^৩ ডুগল = অগুভাগ । পুণ্যম দিন ধান কাটিবার সময়ে কৃষকেরা পাঁচটি বাতা গাছের অগুভাগ লইয়া ক্ষেত্রে যায়, তাহা সিন্মুর পুণ্ডিত মাজলিক দ্রব্যে অনুলিষ্ট হয় । এই বাতার পাঁচটি ‘ডুগলের’ সঙ্গে পাঁচটি ধানের ছড়া বাঁধা হয়, তাহাই কৃষকেরা লক্ষ্মীর আসন মনে করিয়া ঘরের কোণে বিশিষ্ট স্থলে তুলিয়া রাখে ।

^৪ এরে = ইহা ।

^৫ এক আড়া = ৪ বণ ।

^৬ আকাল = অকাল, দুর্ভিক্ষ ।

^৭ পোষা আদ্রি = পোষ মাসের কুরাসার অঙ্ককার ।

^৮ মাজনে = মহাজনকে ।

খেত খোলা^১ নাই তার, নাই হালের গরু।
না বুনায়ে ধান কালাই না বুনায়ে সরু ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করে।
মাষ-ফাল্গুন দুই মাস কাটাইল ঘরে ॥

চৈত-বৈশাখ মাস গেল এই মতে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে বিনোদ পিঁজরা^২ লইল হাতে ॥
মায়েরে ডাকিয়া কম মধুরস বাণী।
“কুড়া শীগারে^৩ যাইতে বিদায় দেও মা জননী ॥”
যুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল।
কুড়া শীগারে যাইতে বিদায় মাগিল ॥
টিকা না আলাইয়া বিনোদ ছক্কায়ে ভরে পানি।
ঘরে নাই বাসি ভাত কালা মুখখানি ॥
ঘরে নাই খুদের অনু কি রাখিব মায়।
উপাস থাকিয়া পুত্র শীগারেতে যায় ॥
মায়ের আন্ধির জলে বুক যায়রে ভাসি।
ঘরতনে^৪ বাইর অইল বিনোদ বিলাতের^৫ উপাগী ॥
জষ্টি মাসের রবির জালা পবনের নাই বাও^৬।
পুত্রেরে শীগারে দিয়া পাগল হইলা মাও ॥

১-৬০

^১ খোলা = ক্ষেত শব্দের সঙ্গে খোলা শব্দ অনেক সময় একত্র ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

^২ পিঁজরা = পিঁজর, পাখী রাখিবার খাঁচা।

^৩ শীগারে = শিকারে।

^৪ ঘরতনে = ঘর হইতে।

^৫ বিলাতের = বিদেশ-সমন্বিত।

^৬ পবনের নাই বাও = পবন দেবতা বাতাস দিচ্ছেন না; বাও = বাতাস।

(২)

পথে

আগরাজ্য^১ সাইলের খেত পাক্য^২ ভূমে পড়ে ।
 পন্থে আছে বইনের বাড়ী যাইব মনে করে ॥
 “মায়ের পেটের বইন গো তুমি শুন আমার বাণী ।
 শীগারে যাইতে শীঘ্র বিদায় কর তুমি ॥
 ঘরে ছিল সাচি পান চুন খয়ার দিয়া ।
 ভাইয়ের লাগ্য বইনে দিল পান বানাইয়া ॥
 উত্তম সাইলের চিড়া গিঠেতে^৩ বান্ধিল ।
 ঘরে ছিল শবরী কলা তাও সঙ্গে দিল ॥
 কিছু কিছু তামুক আর টিকা দিল সাথে ।
 মেলা কইরা^৪ বিনোদ বাহির হইল পথে ॥
 যতদূর দেখা যায় বইনে রইল চাইয়া ।
 শীগারে চলিল বিনোদ পালা^৫ কুড়া লইয়া ॥

কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আঘাট মাস আসে ।
 জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে ॥
 গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিল্কি^৬ ঠাড়া^৭ পড়ে ।
 অভাগী জননী দেখে ঘরে পুইরা^৮ মরে ॥
 আইল আঘাট মাস জলের বাড়ে ফেনা ।
 কুড়ার ডাকেতে শুনে বর্ষার নমুনা ॥^৯
 মায়ে বইনে না দেখিল বুকে রইল শেল ।
 কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ কোন বা দেশে গেল ॥
 একলা থাকিয়া ঘরে কালে তার যায় ।
 কি জানি যাদুরে মোর সাপে বাধে খায় ॥

১-২২

^১ আগরাজ্য = অগ্রভাগ যাহার পাকিয়া রাজ্য হইয়াছে ।^২ পাক্য = পাকিয়া ।^৩ গিঠেতে = গিঠে, গেড়ে দিয়া কাপড়ে বান্ধিল ।^৪ মেলা কইরা = যাত্রা করিয়া ।^৫ পালা = পোষা ।^৬ জিল্কি = বিদ্যুৎ ।^৭ ঠাড়া = ঠাঠা = বজ্র ।^৮ পুইরা = পুড়িয়া (বুড়িচান্দ) ।^৯ কুড়ার ডাকেতে - - - নমুনা = কুড়া পাখীর ডাকে বর্ষা আসিতেছে আভাসে বুঝা যায় ।

(৩)

পূর্বরাগ

কোন দেশেতে গেল বিনোদ গুন বিবরণ ।
 আড়ালিয়া গেরামে^১ যাইয়া দিল দরশন ॥
 গাঁয়ের পাছে আক্যাপুখুর^২ ঝাড়জঙ্গলে ঘেরা ।
 চাইর^৩ দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া ॥
 জলে যাইতে এক পন্থ আনাগুনা^৪ করে ।
 জলের শোভা দেখে বিনোদ পুঙ্কনির পাড়ে ॥
 ঘাটেতে কদম গাছে ফুট্যা রইছে ফুল ।
 কড়ারে রাখিয়া বিনোদ রইল তার তল^৫ ॥
 জেঠ^৬ মাসের ছোট রাইত ঘুমের আরি^৭ না মিটে ।
 কদমতলায় শুইয়া বিনোদ দিনের দুপুর কাটে ॥

ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিনোদ অইল সন্ধ্যাবেলা ।
 “ঘাটের পারে নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা ॥”
 সাত ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আসে ।
 সন্ধ্যাবেলা নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাটে ॥
 কাঁদের কলসী ভূমিত থইয়া^৮ মলুয়া স্নন্দরী ।
 লামিল^৯ জলের ঘাটে অতি তরাতরি ॥
 একবার লামে কন্যা আরবার চাফ ।
 স্নন্দর পুরুষ এক অঘুরে^{১০} ঘুমায় ॥

^১ গেরাম = গ্রাম ।^২ আক্যাপুখুর = যে পুকুর নানারূপ গুল্মালতায় আবৃত ।^৩ চাইর = চারি ।^৪ পন্থ = পথিক । আনাগুনা = আনাগোনা ।^৫ চলিত কথায় সে অঞ্চলে “তল” শব্দের “তুল” উচ্চারণও শোনা যায় । এই সকল গ্রাম্য কবির কবিতা এইজন্য উচ্চারণ হিসাবে দোষযুক্ত হয় নাই । কুলের সঙ্গে তুল মিলিয়া যায় ।^৬ জেঠ = জ্যৈষ্ঠ ।^৭ আরি = জের, ইচ্ছা ।^৮ থইয়া = রাখিয়া ।^৯ লামিল = নামিল ।^{১০} অঘুরে = একান্ত অভিভূত হইয়া ।

সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় রবি পশ্চিম পাটে^১ ।
তবু না ভাঙিল নিদ্রা একলা জলের ঘাটে ॥

“রাত্রি নিশাকালে যদি ভাঙে নিদ্রা তার ।
ভিন দেশী পুরুষ বল যাইবে কোথায় আর ॥
বাড়ী নাই ঘররে নাই নাই বাপ-মাই ।
রাত্রি পোষাইতে কেবা দিব একটুক ঠাই ॥
কোথা হইতে আইল নাগর কোথায় বাড়ীঘর ।
কুলের কুমারী আমি কেমনে পাই উত্তর ॥
উঠ উঠ নাগর” কন্যা ডাকে মনে মনে ।
কি জানি মনের ডাক সেও নাগর শুনে ॥

“ভিন দেশী পুরুষ এই লাঞ্জে মাথা কূটে ।
কেমন কইরা সন্ধ্যাবেলা একলা রইবাম ঘাটে ॥
মনে লয় পুরুষে আমি জাগাই ডাকিয়া ।
বাপের বাড়ীর পথ আমি তারে দেই দেখাইয়া ॥
আন্ধার রাইতে কোথায় যাইব পথ না চিনিলে ।
এমন সময় চক্ষু বিধি কালনিদ্রা দিলে ॥
উঠ উঠ ভিন পুরুষ তুমি কত নিদ্রা যাও ।
যার বুকের ধন তুমি তার কাছে যাও ॥”

কলসী লইয়া কন্যা জলে দিল ঢেউ ।
“এই ঘুম ভাঙিতে পারে সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
আইত^২ যদি ভাইয়ের বউ সঙ্গেতে আমার ।
কোন মতে কাল ঘুম ভাঙিতাম যে তার ॥
মাও যদি সঙ্গে আইত কি করিতাম তারে ।
মায়েরে দিয়া কইয়া বুল্যা^৩ লইয়া যাইতাম ঘরে ॥
একলা অবলা আমি কুলমানের ভয় ।
পঞ্চ-হারা ভিন পুরুষের দুঃখ নাহি সয় ॥”

^১ পাটে = আসনে ।

^২ আইত = আসিত ।

^৩ কইয়া বুল্যা = বলে ক’য়ে ।

এই না ভাবিয়া কন্যা কোন কাম করিল।
কাছে আছিল শুধা^১ কলস টানিয়া আনিল ॥

“শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন্ পুরুষেরে ॥”
এত বলি কলসী কন্যা জলেতে তরিল।
জলভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল ॥
জলভরণের শব্দে কুড়া ঘন ডাক ছাড়ে।
জাগিয়া না চান্স বিনোদ কোন কাম করে ॥
দেখিল স্নানর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায় ॥
এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহয়ার ফুল ॥
ডাগল^২ দীঘল আখি যার পানে চায়।
একবার দেখলে তারে পাগল হইয়া যায় ॥

“এমন স্নানর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন ॥
জাগিয়া দেখ্যাছি কিবা নিশির স্বপন।
কার ঘরের স্নানর নারী কার পরাণের ধন ॥
জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।
আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া ॥^৩
শুন শুন কুড়া আরে কহি যে তোমারে।
পরিচয়-কথা কন্যার আন্যা দেও আমারে ॥
কার বা নারী কার বা কন্যা কোথায় বাড়ীঘর।
উইরে^৪ যাওরে বনের কুড়া আন গিয়া উত্তর ॥

^১ শুধা = শূন্য।

^২ ডাগল = ডাগর, বড়।

^৩ জলের পদ্ম স্থলে ফুটিয়া রহিয়াছে। মঞ্চেতে = মঞ্চে, পৃথিবীতে। মঞ্চেতে ভরিয়া, আকাশের তারা পৃথিবী ভরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

^৪ উইরে = উড়িয়া।

শুন চন্দ্রমুখী কন্যা কহি যে তোমারে ।
 একবার ফিরিয়ে চাও দেখি যে তোমারে ॥
 কি ক্ষণে আইলাম আমি কুড়া না^১ শীগারে ।
 পরাণ রাখিয়া গেলাম এই না জলের ঘাটে ॥
 একবার চাওলো কন্যা মুখ ফিরাইয়া ।
 আর একবার দেখি আমি আপনা ভুলিয়া ॥
 অর্ধেক যৌবন কন্যার বিয়ার নাই সে বাকী ।
 পরের নারী দেখ্য কেন মজে আমার আখি ॥
 বিয়া যদি নাহি হয় কি করিবাম তায় ।
 পরের ঘরের কন্যা না দেখি উপায় ॥
 উইরে যাওরে বনের কুড়া কইও মায়ের আগে ।
 তোমার না চান্দ বিনোদে খাইছে জঙ্গলার বাঘে ॥
 উইরে যাওরে বনের কুড়া কইও বইনের ঠাই ।
 মইরা গেছে চান্দ বিনোদ আরত বাচ্যা^২ নাই ॥
 উইরা যাওরে বনের কুড়া কন্যারে জানাও ।
 আমার পরাণের কথা যথায় লাগাল পাও ॥”

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন ।
 লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন ॥
 কলসী ভরিয়া কন্যা ঘরেতে ফিরিল ।
 কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ বইনের বাড়ী গেল ॥
 আশ্বিনে পূবের মেঘ পশ্চিমে ভাস্যা যায় ।
 ঘরে থাক্যা কান্দা মরে অভাগিনী মায় ॥

১-৯০

(৪)

কৈফিয়ৎ তলপ এবং মলুয়ার জবাব

পঞ্চ ভাইয়ের বোয়ে ডাক্যা^৩ কয় “ননদিনী ।
 সন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি ॥

^১ ‘না’ শব্দের অর্থ নাই ।^২ বাচ্যা = বাঁচিয়া ।^৩ ডাক্যা = ডাকিয়া ।

অসময়ে নিদ্রা।



“ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দেৰ মতন।

লাজ-বক্স হইল কন্যার পরথম যৌবন ॥”

আউলা ঝাউলা^১ অঙ্গের বসন মাথায় কেশ খুলা^২ ।
 আজি কেন জলের ঘাটে গিয়াছিল একলা ॥
 আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি ।
 আইজ যে দেখি কোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি ॥
 কি হইয়াছে জলের ঘাটে সত্য করি বল ।
 না ভাড়াইও ননদিনী না করিও ছল ॥
 আইজ সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল ।
 সঙ্গে কইরা কলসী লও ভইরা আনতে জল ॥
 ঘরে আছে গন্ধতৈল আবের কাকই^৩ দিয়া ।
 রাতির আইলা^৪ চাচর^৫ কেশ দিবাম বাকিয়া ॥
 তরে^৬ লইয়া ননদিনী আমরা যাইবাম জলে ।
 মনের কথা কইবাম গিয়া ঐ না জলের ঘাটে ॥
 বিয়ার বছর হইল, না আইল বর ।
 এমন যে কন্যা আইজও রইল বাপের ঘর ॥
 পরথম যৌবন কন্যা পরমসুন্দরী ।
 তরে দেখ্যা ননদিনী আমরা জল্যা মরি ॥”

মলুয়া কহিছে “বউ মোর বাক্য ধর ।
 একলা যাইতে জলের ঘাটে কেন বা মানা কর ॥”
 পাচ ভাইয়ের বধু কর “একলা যাইয়ে চান্দে ।
 কি জানি চণ্ডালের^৭ কাছে ফালায় তারে ফান্দে ॥”

“কালিকার রাত্রি আমার গেছে দারুন অরে ।
 বেদনা হইছে বধু আমার পেটের কামরে ॥

^১ আউলা ঝাউলা = এলোবেলো ।

^২ খুলা = খোলা ।

^৩ আবের কাকই = অর-খচিত চিকনী ।

^৪ আইলা = এলায়িত, এলো । রাতির --- বাকিয়া = রাত্রিকালে তোমার কুঞ্চিত কেশ এলাইয়া গিয়াছে, তাহা বাকিয়া দিব ।

^৫ চাচর = কুঞ্চিত ।

^৬ তরে = ভোরে ।

^৭ চণ্ডাল = রাজ ।

তোমরা সবে জলে যাও না ঘাইব আমি ।^১
 পাঁচ ভাইয়ের বধু তবে করে কানাকানি ॥
 কানাকানি করি তারা জলের ঘাটে গেল ।
 শয়নশ্লিষে কন্যা পরবেশ করিল ॥

১-২৮

(৫)

মলুমার পরিচয়

জাতিতে হালুয়া দাস^১ গাঁয়ের^২ মরল^৩ ।
 মলুমার বাপ হয় নাম হীরাদর ॥
 পাঁচ পুত্র হয় তার অতি ভাগ্যবান ।
 সরু সশ্যে ভরা টাইল^৪ গোলা ভরা ধান ॥
 ঘরে আছে দুধবিয়ানী^৫ দশ গোটা গাই ।
 হালের বলদ আছে তার কোন দুঃখ নাই ॥
 বাইস আড়া^৬ জমীন তার সাইল আর আমন
 ধনে পুত্রে বর তারে দিছে দেবগণ ॥
 দোল-দুর্গোৎসব তার পরব-পার্বণ ।
 বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধে করে ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥

বার না বচছরের কন্যা পরমসুন্দরী ।
 না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মনে তারি ॥
 বাপ-মায় চায় বর রাজার সমান ।
 একমাত্র কন্যা মাও-বাপের পরাণ ॥
 কত বর আইল গেল পছন্দ না হয় ।
 ভালো ঘরে বিয়া দেওয়া হইল সংশয় ॥

^১ হালুয়া দাস = হেলে দাস (কৈবর্ত) ।^২ গাঁয়ের = গ্রামের ।^৩ মরল = মোড়ল ।^৪ টাইল = ধান-সরিষা পুত্ৰুতি সান্ধিবার জন্য বাঁশের তৈয়ারী চতুষ্কোণ পাত্র ।^৫ দুধবিয়ানী = দুগ্ধবতী ।^৬ বাইস আড়া = প্রায় ২৮ বিঘা ।

(৬)

স্নানের ঘাটে

শয্যাতে শুইয়া কন্যা ভাবে মনে মন ।
 “কোথায় তনে* আইল পুরুষ চাপের মতন ॥
 কুড়া শীগার কইরা ফিরে বনে বনে ।
 আজি যে জলের ঘাটে দেখলাম কিবা ক্ষণে ॥
 কালি রাত্রি পোষাইল কার বাড়ীতে থাকি ।
 কোথায় জানি রাখল তার সঙ্গে কুড়াপাখী ॥
 আমি যদি হইতাম কুড়া থাকতাম তার সনে ।
 তার সঙ্গে থাক্যা আমি মুরতাম বনে বনে ॥
 আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে ।
 ঐনা আঘাচের পানি বইছে শত ধারে ॥
 গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি ।
 এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
 অতিথ বলিয়া যদি আইত আমার বাড়ী ।
 বাপেরে কহিয়া আমি বইতে* দিতাম পিড়ি ॥
 শুইতে দিতাম শীতল পাটী বাটাভরা পান ।
 আইত* যদি সোণার অতিথ যোবন করতাম দান ॥”

দুপুরবেলা গেল কন্যার ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
 বিয়াল*বেলা গেল কন্যার বিছানাতে শুইয়া ॥
 সন্ধ্যাকাল আইলে কন্যা কোন কাম করে ।
 পিতলা কলসী কন্যা লইল কাঁকের উপরে ॥
 কলসী লইয়া কন্যা জলের ঘাটে যায় ।
 পাঞ্চ ভাইয়ের বউয়েরে কন্যা কিছু না জানায় ॥
 মেঘ আরা* আঘাচের রইদ* গায়ে বড় আলা ।
 ছান* করিতে জলের ঘাটে যায় যে একেলা ॥

* তনে=হইতে ; ‘বানাৎ’ শব্দের অপভ্রংশ ।

* বইতে=বসিতে ।

* আইত=আসিত ।

* বিয়াল=বিবাল ।

* মেঘ আরা=মেঘের অন্তরালে ।

* রইদ=রোদ ।

* ছান=মান ।

কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা ।
 দুইয়ের প্রাণে টান পইড়াচ্ছে এমন প্রেমের ধারা ॥
 একলা সন্ধ্যাকালে কন্যা জলের ঘাটে যায় ।
 চাল বিনোদ শুইয়া আছে কদমতলায় ॥
 শিয়রে থাকিয়া কুড়া ডাকে ঘন ঘন ।
 কুড়ার ডাকেতে বিনোদ মেলিল নয়ন ॥
 আখি না মেলিয়া বিনোদ ঘাটের পানে চায় ।
 জল ভরে সুন্দরী কন্যা দেখিবারে পায় ॥

চাঁদ বিনোদ

“কুড়া শীগার কইরা আমি ফিরি বন্ধে বনে ।
 আমার যত মনের দুঃখ কেউত না শুনে ॥
 কে তুমি সুন্দরী কন্যা নিত্যি ভর পানি ।
 রইয়া শুন আমার কথা কিছু কইবাম^১ আমি ॥
 কুড়া শীগার করি আমি চাল বিনোদ নাম ।
 পরিচয়-কথা মোর সত্য কহিলাম ॥
 কার কন্যা কোথায় বাড়ী কিবা নাম ধর ।
 আমি চাই পরিচয় দেও যে উত্তর ॥
 কলসী বুড়াইয়া^২ কন্যা জলে দিচ্ছ দেউ ।
 সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে সজে নাই আর কেউ ॥
 কাইল গেছে আশে পাশে আইজ রইলাম বইয়া^৩ ।
 মনের আগুন নিবাও কন্যা পরিচয় কইয়া ॥
 বিয়া যদি হইয়া থাকে হও পরের নারী ।
 সেও কথা কও কন্যা আজি সত্য করি ॥
 তোমার পানে চাইয়া কন্যা আমি যাইবাম ফিরে ।
 আর না আসিবাম কন্যা কুড়া-শীকারে ॥”

^১ কইবাম = কহিব ।

^২ বুড়াইয়া = ভুনাইয়া ।

^৩ বইয়া = বসিয়া, অপেক্ষা করিয়া ।

মলুয়া

“বাপের নাম হীরাধর অগমা মোর মাও” ।
 কালী দেখলাম জলের ঘাটে শুইয়া নিদ্রা যাও ॥
 ভিন দেশী পুরুষ তুমি কি কহি তোমারে ।
 অতিথ হইয়া আজি থাক আমার বাপের ঘরে ॥
 কুড়া লইয়া তুমি থাক বনে বনে ।
 কেমনে কাটাও নিশি এইমতে কাননে ॥
 বনে আছে বাঘ-ভালুক তোমার ভয় নাই ।
 এমন কইরা কেমনে তুমি ফির ঠাই ঠাই ॥
 আঙ্কুয়া পুঙ্কুনির পাড় কালনাগের বাসা ।
 একবার ডংশিলে^২ যাইব^৩ পরাণের আশা ॥
 সাধুমন্ত^৪ বাপ আমার মাও যে সৃজন ।
 ঘরেতে আমার আছে ভাই পঞ্চ জন ॥
 পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে ইষ্টিকটুম করি ।
 আজি নিশি অতিথ হইয়া রইবা আমার বাড়ী ॥
 এই পন্থে যাইতে আজি তোমায় করি মানা ।
 সামনে আছে গেরামের^৫ পথ লোকের আনাগুনা ॥
 সেই পন্থ ধইরা তুমি মেলা নাই সে কর ।^৬
 এই পথে যাইতে দেখবা বার-দুয়াইরা ঘর^৭ ॥
 সামনে আছে পুঙ্কুনি সানে বান্ধা ঘাট ।
 পূব মুখ্যা^৮ বাড়ীখানি আয়নার কপাট ॥
 আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি ।
 পারাপশ্বির লোকে^৯ কয় গাও মরলের^{১০} বাড়ী ॥

^১ মাও=মা ।

^২ ডংশিলে=দংশন করিলে ।

^৩ যাইব=যাবে ।

^৪ সাধুমন্ত=সজ্জন, ভাল লোক ।

^৫ গেরামের=গ্রামের ।

^৬ মেলা --- কর=সে পথ ধরিয়া তুমি বেও ; ‘নাই’ শব্দ নিরর্থ ।

^৭ বার-দুয়াইরা ঘর=বহির্ভাগবিধিষ্ট ঘর ।

^৮ পূব মুখ্যা=পূর্বমুখী ।

^৯ পারাপশ্বির লোকে=পাড়াপরগীরা ।

^{১০} গাও মরলের=গ্রামের মোড়লের ।

দুঃখু কেনে করবা তুমি আজি নিশা বনে ।
 শীতল পাটা পাত্য দিবাম তোমার বিছানে ॥
 পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রান্বে* ছত্রিশ বেনুন ।
 আজি নিশি থাক্যা তুমি করিও ভোজন ॥”

এইত বলিয়া কন্যা জল লইয়া যায় ।
 কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ ভিন্ণ পথে যায় ॥

(৭)

অতিথির অভ্যর্থনা

সন্ধ্যাকালে অতিথি আইল ভিন দেশে ঘর ।
 পাঁচ পুত্রে ডাক্যা^২ কয় সাধু হীরাধর ॥
 লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি ।
 পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রাঞ্জে পরম^৩ রাঙ্কুনি ॥
 মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার ।
 মাছের সরুয়া^৪ রাঞ্জে জিরার সম্ভার ॥
 কাইট্টা^৫ লইছে কই মাছ চরচরি খারা ।
 ভালা কইরে রাঞ্জে বেনুন দিয়া কাল্যাজিরা ॥
 একে একে রাঞ্জে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি ।
 শুকনা মাছ পুইড়া^৬ রাঞ্জে আগল বেসাতি ॥

পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ পিড়িত বস্যা^৭ খায় ।
 এমন ভোজন বিনোদ জনো নাই সে খায় ॥

* রান্বে = রাঙ্কিবে ।

২ পরম = অত্যন্ত নিপুণ ।

৩ কাইট্টা = কাটিয়া ।

৪ পিড়িত বস্যা = কাঠাসনে বসিয়া ।

৫ ডাক্যা = ডাকিয়া ।

৬ সরুয়া = খোলযুক্ত ব্যজন ।

৭ পুইড়া = পুড়িয়া ।

ভক্ত^১ খাইল বেনুন খাইল আর ডাক্তা বরা ।
 পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিগ্যার ভরা^২ ॥
 পাত পিঠা বরা পিঠা চিত^৩ চন্দ্রপুলি ।
 পোয়া চই^৪ খাইল কত রসে চলচলি ॥
 আচাইয়া চান্দ বিনোদ উঠিল তখন ।
 বার-দুয়ারিয়া ঘরে গিয়া করিল শয়ন ॥
 বাটাভরা সাচি পান লং এলাচি দিয়া ।
 পাঁচ ভাইয়ের বউ দিছে পান সাজাইয়া ॥
 শুইতে দিছে শীতল পাটা উত্তম বিছান ।
 বাতাস করিতে দিছে আবেশ পাখাখান ॥
 এইমতে শুইয়া বিনোদ সুখে নিদ্রা যায় ।
 পরভাতে উঠিয়া বিনোদ বিদায় যে চায় ॥

পন্থাম করিল বিনোদ হীরাধরের পায় ।
 পঞ্চ ভাইয়েরে বিনোদ পন্থাম জানায় ॥
 ঘন তনে বাহির হইয়া বিনোদ পছে দিল মেলা ।
 স্পন্দরী মল্লুরা ঘরে রইল একেলা ॥

(৮)

বিবাহের প্রস্তাব

বইনের কাছে গিয়া বিনোদ বইনের আগে কয় ।
 শীগগিরে গেছিলাম যত কইল সমুদয় ॥
 আদিগুরি^৫ বিজ্ঞাস্ত সব বইনেরে শুনায় ।
 বিয়ার কথা কইতে বিনোদ মনে লজ্জা পায় ॥
 বইনেত বুঝিল তবে ভাইএর বেদন ।
 মায়ের কাছে যাইতে বিনোদ করিল গমন ॥

^১ ভক্ত=ভক্তা ।

^২ শিগ্যার ভরা=দুধের শিখে ভরা, খীর দিয়া ভরা ।

^৩ চিত=চিতই ; আনকে ।

^৪ পোয়া=মাল্পো । চই=একরূপ খাল শাক ।

^৫ আদিগুরি=আগাগোড়া ।

মায়ের কাছে কইতে বিনোদ মনে লজ্জা পায়।
 কেমন কইরা কইব কথা না দেখি উপায় ॥
 এক দুই তিন করি আঘাট মাস যায়।
 সাইর সরসিরে^১ বিনোদ বেদনা জানায় ॥
 একে একে যত কথা উঠল মায়ের কানে।
 ঘটক পাঠাইল পরে বিয়ার সন্ধান ॥

এগার উত্তরিয়া কন্যা বারয় দিল পাও।
 দেখিয়া চিন্তিত হইল তার বাপ-মাও ॥
 ঘুরা^২ না যায় অঙ্গের বসন করে টানাটানি।
 তারে দেখ্যা পাড়ার লোকে করে কানাকানি ॥
 কানাকানি করে কেউ করে বলাবলি।
 দিনে দিনে ফোটে কন্যার যৌবনের কলি ॥

আঘাট মাস হীরাধরের আশার আশে যায়।
 বিয়া নাই সে হইল কন্যার কি করি উপায় ॥
 শায়ন^৩ মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
 এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা^৪ রাঢ়ি^৫ হইছে ॥
 ভাদ্র মাসে শাস্ত্রমতে দেবকার্য্য মানা।
 এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা ॥
 আশ্বিন মাসেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে।
 এও মাস গেল বাপের পূজার আন্দেসে^৬ ॥
 কা্তিক মাসেতে পাইব কা্তিকসমান বর।
 মন নাহি উঠে বাপের আইল যত ঘর ॥
 আগণ^৭ মাসে রাজা ধান জমীনে ফলে সোনা।
 রাজা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা ॥
 পৌষ মাসে পোষা আন্ধি দেশাচারে দোষ।
 এই মাস গেলে হইব বিয়ার সন্তোষ ॥

^১ সাইর সরসিরে = সঙ্গীদের।

^২ ঘুরা = ঘেরিয়া কেমন।

^৩ শায়ন = প্রাণ।

^৪ বেউলা = বেহলা।

^৫ রাঢ়ি = রাড়ী; বিজা।

^৬ আন্দেসে = আনন্দপুনোদে।

^৭ আগণ = অগ্ন্যরোহণ।

মাঘ মাসে করনি^১ আইল হীরাধরের বাড়ী ।
একে একে দেখে বাপে সখর বিচারি ॥

চম্পাতলার সোনাধর এক পুত্র তার ।
দেখিতে স্নান পুত্র কান্তিক কুমার ॥
আড়ার^২ পুড়ায় তার আছয়ে জমীন ।
হীরাধর কর বংশে সেও অকুলিন ॥
আর এক করনি আইল দীঘলহাটী হইতে ।
ধনে জনে সেও ভাল সকল কথা কইতে^৩ ॥
ঘরের ভাত খায় সে যে গোয়াইলভরা গরু ।
কাঠাতে মাপিয়া তুলে ধান-চাউল সরু ॥
বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিঘম লেঠা ।
ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা^৪ ॥
উত্তরে সুসুজ হইতে আইল আরও ঘর ।
অবস্থা-বেবস্থা তার অতিশয় স্নানর ॥
ধানে চাউলে মহাজন চাইর পুত্র তার ।
এক এক পুত্র যেমন তার দেব অবতার ॥
ঘাটে বাজা দৌড়ের নাও^৫ পছন্দ বাহার ।
লড়াই করিতে আছে চাইর গোটা ঘাঁড়^৬ ॥
ভাত ফালাইয়া ভাত খায় চিন্তা-ভাবনা নাই ।
মহারোগীর বংশ^৭ বল্যা কন্যা দিতে নাই ॥

এমন কালে করনি গেল সখর করিতে ।
চান্দ বিনোদের বিয়া কৈল^৮ বিধিমতে ॥
কর পুত্র কোথায় বাড়ী সকল জানিয়া ।
বাপে ভাবে হেথায় কন্যা দিব কি না বিয়া ॥

^১ করনি = ঘটক ।

^২ আড়া = ১৬ কাঠার এক আড়া ।

^৩ সকল কথা কইতে = সকল দিক দিয়া দেখিলে ।

^৪ খুটা = খোটা ; নিন্দা ।

^৫ দৌড়ের নাও = বাইছ খেলার নৌকা (racing boats) ।

^৬ লড়াই --- ঘাঁড় = fighting bulls ।

^৭ মহারোগীর বংশ = বংশে কাহারও কুটুম্বাধী ছিল ।

^৮ কৈল = কহিল, পুস্তাব করিল ।

বরত পছন্দ হয় কাঞ্চিক কুমার ।
 বংশেতে কুলিন সেই বত হালুমার ॥
 হালুয়া গোপ্পির মধ্যে বড় বাপের বেটা ।
 বংশেতে কুলিন সেই নাই কোন খোটা ।
 এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়া ।
 “কেমন কইরা এমন ঘরে কন্যা দিবাম বিয়া
 এক কাঠা ভুই নাই খলা^১ পাতিবারে ।
 কেমন কইরা বিয়া দিবাম কন্যা এই ঘরে ॥
 একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই ছানি ।
 কেমনে খাইব কন্যা উচিছলার^২ পানি ॥
 বাপের দুলাল কন্যা দুঃখ নাহি জানে ।
 পাঁচ ভাইয়ের বইন এত না সইব পরাণে ॥
 একমুষ্টি ধান নাই লক্ষ্মীপূজার তরে ।^৩
 কি খাইয়া থাকব কন্যা দরিদ্রের ঘরে ॥
 পাটের শাড়ী পিন্ধ্যা^৪ কন্যা সুখ নাহি পায় ।
 হেন ঘরে কন্যা দিতে মন না জুয়ায়^৫ ॥”

করনি কিরিয়া গেল সম্বন্ধ না হয় ।
 চান্দ বিনোদের মায় ডাক্য সবে কয় ॥
 এহা শুন্যা বিনোদের মা চিন্তিত হইল ।
 পুত্রের রাখিতে মন দৈবে নাহি দিল ॥
 আঁচা আঁচি^৬ সকল কথা চান্দ বিনোদ শুনে ।
 বৈদেশে যাইতে বিনোদ দড় করল মনে ॥

১—৮২

^১ খলা = খোল, ধান শুকাইবার স্থান ।

^২ উচিছলার = ঘরের চাল হইতে যে জল পড়ে ।

^৩ পিন্ধ্যা = পরিধান করিয়া ।

^৪ জুয়ায় = যোগ্য হয়, যোগ্য মনে হয় না ।

^৫ আঁচা আঁচি = ইচ্ছিত হারা ।

(৯)

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন

যুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়ের আগে বয় ।
 “গিরে^১ বস্যা উচিত মা থাকতে নাহি হয় ॥
 কামাই রোজগার নাই ঘরে নাই ভাত ।
 এমন করিয়া কেমনে রইব কুলজাত ॥
 বিদায় দেও মা জননী বলি তোমার আগে ।
 বৈদেশে যাইতে তোমার পুত্র বিদায় যে মাগে ॥”

ঘরে আছিল পানিতাত বাইরা^২ দিল মায় ।
 কাচালকা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায় ॥
 মায়ের পায়ের ধূলা বিনোদ তুল্যা লইল শিরে ।
 বৈদেশে যাইতে বিনোদ পথে মেলা করে ॥
 কুড়া শীগারী বিনোদ পিজরা লইল হাতে ।
 এক বারে উতরিল সরাইয়ের^৩ পথে ॥

বৈদেশেতে যায় যাদু যদুর দেখা যায় ।
 পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায় ॥
 বাঁশের ঝাড় বনজঙ্গলে পুতের পিঠে পড়ে ।
 আখির পানি মুছ্যা মায় ফির্যা আইল ঘরে ॥
 এক মাস দুই মাস তিন মাস যায় ।
 ছয় সাত আট করি বচছর গোয়ায় ॥

“কি কর বিনোদের মাও কি কর বসিয়া ।
 তোমার পুত্র বিনোদ আইল দেখ বাইর হইয়া ॥
 আইসাছে তোমার যাদু দুই আখির তারা ।”
 ডাক শুনিয়া পাগল মাও পড়ে হইল খাড়া ॥
 দেখিয়া পুত্রের মুখ এক বচছর পরে ।
 অভাগী দুঃখিনী মায়ের দুই নয়ান ঝুরে ॥

^১ গিরে = গৃহে ।^২ বাইরা = বাড়িয়া ।^৩ সরাইয়ের = চট্টর, হোটেলখানার ।

কুড়া শীগার কইরা বিনোদ পাইল জমীন বাড়ী ।
 ইনাম বকশিস্ পাইল কত কইতে নাহি পারি ॥
 রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে ।
 কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখা দিল তারে ॥

কামলার^১ কাম বিনোদ তাও ভাল জানে ।
 ভাল কইরা বান্ধে বাড়ী সুত্যা নদীর কানে^২ ॥
 আট চালা চোচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর ।
 ভাল কইরা বান্ধে বিনোদ বার-দুয়াইরা ঘর ॥
 শীতল পাটী দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া ।
 উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহারা ॥
 ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম ।
 দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দ্রের সমান ॥
 মাছুয়াপক্ষীর পাখ দিয়া সাজুয়া^৩ বানায় ।
 কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুকুনি কাটায় ।
 বাড়ীর সামনে পুকুনি জলে টলমল ।
 এক নায়ের এক পুত পরানের সম্বল ।
 পাড়াপড়সি কয় মাও বড় ভাগ্যবতী ।
 এক পুতের বরাতে তার দুয়ারে বান্ধা হাতী ॥
 এক পুতের গুণে তার লক্ষ্মী বান্ধা ঘরে ।
 ধনসম্পদ হইল তার দেবতার বরে ॥

১-৪৪

(১০)

বিবাহ

এরে শুন্যা হীরধর কোন কাম করিল ।
 কন্যার বিয়ার লাগ্যা ভাটুয়া^৪ পাঠাইল ॥
 ভাটুয়া আসিয়া কয় বিনোদের মার আগে ।
 কন্যা বিয়া করাও তুমি সমুখের মাঘে ॥

^১ কামলার = জনমজুরের ।^২ কানে = অতি নিকটে ।^৩ সাজুয়া = সাজসজ্জা ।^৪ ভাটুয়া = ভাট, ঘটক ।

কথাবার্তা হইল স্থির না রইল বাকী ।
 গণক ডাকাইয়া বাপে দেখে পাঞ্জিপুঁথি ॥
 পাঞ্জিপুঁথি দেখ্যা গণক বিয়ার লগ্ন করে ।
 চল্যা গিয়া হইব বিয়া শৃঙ্গরের ঘরে ॥

ঠাটঠমকে বিনোদ হইল আগুগার^১ ।
 ঘোড়ার উপরে বিনোদ হইল সোয়ার ॥
 আগে পাছে বাদ্য বাজে ঢোলডগর ।
 বরষাত্রী হইল যত পাড়ার নাগর^২ ॥

হাঐ খিলই^৩ ছাড়ে আর তুমরি শত শত ।
 বাদ্যভাঙ লইয়া চলে রুসনাই^৪ করি পথ ॥

উপস্থিত হইল লোক হীরাধরের বাড়ী ।
 অর্গ^৫ পুছ্যা^৬ চান্দ বিনোদে নিল যত নারী ॥
 জয়াদি^৭ জুকার^৮ দেয় কত ঝাড়ে ঝাড় ।
 গীতবাদ্য করে যত নারী চমৎকার ॥

তবেত মলুয়ার মাও খুড়ীজেঠী লইয়া ।
 সোহাগ মাগিতে^৯ মাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া ॥
 খুড়ীর সোহাগ জেঠীর সোহাগ আর মাসীপিসী ।
 সোহাগ মাগে কন্যার মাও মঙ্গল উদ্দেশি ॥

শৃঙ্গরবাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাগে ।
 তেকারণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে ॥
 মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুড়িয়া ।^{১০}
 সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া ॥
 উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া ।
 বন্দনা করিল আগে তিন আবা^{১০} দিয়া ॥

^১ আগুগার = অগ্রসর ।

^২ নাগর = যুবকবৃন্দ ।

^৩ খিলই = একরূপ বাজি ।

^৪ রুসনাই = অলো ।

^৫ অর্গ। পুছ্যা = অর্গ দিয়া মুছিয়া, বরণ করিয়া ।

^৬ জয়াদি = জয় দেওয়া প্রভৃতি ।

^৭ জুকার = জোকার (জয়-জয়কার শব্দ হইতে) ।

^৮ “সোহাগ মাগা” = ভালবাসা চাওয়া । এখনও পূর্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পুঁচলিত আছে, মেয়ের মঙ্গলের জন্য আশীষ ও পাড়াপড়শীদের নিকট আশীর্বাদ চাওয়া ।

^৯ মাথায় ঘুড়িয়া = লক্ষ্মীর কুলা মাথায় করিয়া তাহা অঞ্চল দিয়া ঘিরিয়া ।

^{১০} আবা = ঠোঁট হাত দিয়া আঘাত করিয়া “আবা” “আবা” শব্দ করা ।

চিমঠিয়া^১ তুলে সবে দুয়ারের মাটি ।
 সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কুটি কুটি ॥
 হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দুরে ।
 এরে দিয়া সোহাগ ভালা সাজায় সুবিস্তরে^২ ॥
 পাছে পাছে গীত গায় পাড়ার যত নারী ।
 সোহাগ মাগিয়া মায় ফিরে নিল বাড়ী ॥
 চুরপানি^৩ দিল মায় টুপায়^৪ ভরিয়া ।
 ধন^৫ মন^৬ ছুয়াইল যতন করিয়া ॥
 ধন ছুয়াইল মায় ধন পাইবার আশে ।
 মন ছুয়াইল মায় জামাইর অভিলাষে ॥
 নান্দিমুখ আদি যত শুভ কার্য্য শেষে ।
 শুভলগ্নে হইল পরে বিয়া অবশেষে ॥
 পাশা^৭ খেলায় চান্দ বিনোদ মলুয়ারে লইয়া ।
 পাশায় হারিল বিনোদ চিত্তের লাগিয়া ॥
 ফুলশয্যা করে বিনোদ রাত্রি হইল শেষ ।
 সেই দিন ভাবে বিনোদ ফিরনে নিজ দেশ ॥
 কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা ।
 এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাশুনা ॥
 কালরাইত গিয়া বিনোদের শুভরাইত আইল ।
 শয়ানমন্দিরে বিনোদ শয়ান করিল ॥
 ঘরেতে জ্বলিছে বাতি সাজুয়ার তারা^৮ ।
 শয়ানমন্দিরে মলুয়া সামনে হইল খাড়া ॥
 নিশিরাইত পইড়া আইল^৯ যুমে ঢুলে আখি ।
 চিত্তে খুসী হইল বিনোদ মলুয়ারে দেখি ॥

^১ চিমঠিয়া = চিম্টি দিয়া ।

^২ সুবিস্তরে = ভাল করিয়া, পূর্ণ ভাবে ।

^৩ চুরপানি = চোরা পানি (জী-আচার) — মূল্য যটে জল ও পাঁচটি ফল এবং অঙ্কুরী লুকাইয়া রাখা হয়, বিবাহের পর বর সেই ঘট হইতে অঙ্কুরী ও ফলাদি বাহির করেন ।

^৪ টুপা = মূল্য যটে ।

^৫ ধন = অর্থ, মুদ্রা ।

^৬ মন = একরূপ গাছের কাঠ ।

^৭ সাজুয়ার তারা = গাঁজের (শঙ্কাকালের) তারা ।

^৮ নিশিরাইত.....আইল = গভীর রাত্রি হইল ।

টানিয়া অঙ্কের বাস যতনে শুয়ায়^১ ।
 মাথা হইতে ঘোমটা বিনোদ টানিয়া লামায় ॥
 কিবা মুখ কিবা স্নেহ ভুরুন ভঙ্জিয়া ।
 আন্ধাইর^২ ঘরেতে যেমন জলে কাঞ্চা সোনা ॥
 এইরূপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল ।
 চালের সমান রূপ করে ঝলমল ॥
 শিরে না দীঘল কেশ পড়ে কন্যার পায় ।
 সেই কেশ লইয়া বিনোদ মেথুরী^৩ খেলায় ॥

“কি কর পরাণের বন্ধু শুন মোর কথা ।
 আজি রাতে মানা দেও খাও মোর মাথা ॥
 না ফুটিতে ফুল কেন তুল্যা লও কলি ।
 মধু না আসিতে ফুলে নাহি আসে অলি ॥
 খিধা লাগলে তাপ্তা^৪ ভাত জুড়াইয়া সে খায় ।
 এমন হইতে বন্ধু তোমায় না জুয়ায় ॥
 পঞ্চ ভাইয়ের বউ নিদ্রা নাহি গেছে ।
 বেড়ার ফাক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে ॥
 ভুগুণের রুণুবাণু শব্দ শুনি কানে ।
 পরিহাস করবে তারা কালিকা বিহানে ॥
 পরদীপ^৫ নিবাইয়া বন্ধু আজি কাট নিশি ।
 চিত্তে ক্ষেমা দিও বন্ধু না বানাইও দোষী ॥”

নিবিয়া ঘরের বাতী অন্ধকার হইল ।
 শুভক্ষণ শুভ রাইত পোয়াইয়া গেল ॥
 পরভাতে উঠিয়া কন্যা বাসি জল দিয়া ।
 হাত পাও ধোয় বিনোদ পিড়িত বসিয়া ॥

১-৭৬

^১ শুয়ায় = শয়ন করায় ।

^২ আন্ধাইর = অন্ধকার ।

^৩ মেথুরী = চুল লইয়া অঙ্গুলী দিয়া একরূপ খেলা ।

^৪ তাপ্তা = গরম ।

^৫ পরদীপ = পুদীপ ।

(১১)

ঘরে ফেরা

আজি রাত্রে যাইব বিনোদ আপনার বাড়ী ।
 সঙ্কেতে করিয়া লইব আপনার নারী ॥
 মায়ে কান্দে বাপে কান্দে কান্দে মাসীপিসী ।
 পরের ঘর যায় ঝি কান্দে পাড়াপড়সি ॥
 “পরের লাগ্যা পাল্যা^১ অত করিলাম বড় ।
 আমরারে^২ ছাড়িয়া মাও যাইবা পরের ঘর ॥”
 ডাক ছাড়্যা কান্দে বাপে বিলাপ করে মায় ।
 “আজি হইতে কন্যা আমার পরের ঘরে যায় ॥”

বিলাপ নাই সে কর মাও ছাড়হ কান্দন ।^{*}
 কি কি দ্রব্য দিবা সঙ্কে করহ সাজন ॥

ঝাইল^৩ পেটেরা দিল সঙ্কেতে করিয়া ।
 সজ্জ মসলা দিল খলিতে ভরিয়া ॥
 আরও সঙ্কে দিল মাও চিকনের চাইল ।
 তৈলসিন্দুর দিল ঝৈয়া বিনির ধান ॥
 “বড় দুঃখু পাইছ মাগো থাক্যা আমার বাড়ী ।
 এই জনুর লাগ্যা যাইবা অভাগী মায় ছাড়ি ॥
 ভাল কইরা থাক্য^৪ মাও শুষুরের ঘরে ।
 পাড়াপড়সি যাতে মন্দ না কহিতে পারে ॥”

দধি ভোজন করি বিনোদ যাত্রা যে করিল ।
 শুষুর-শাশুড়ীর পায় পন্থাম করিল ॥
 জেঠাখুড়া গুরুজনে পরনাম জানায় ।
 বিয়া কইরা চান্দ বিনোদ আপন ঘরে যায় ॥

^১ পাল্যা = পালিয়া ।^২ আমরারে = আমাদের ।^৩ ঝাইল = ঝালি ; ঝাঁপি ।^৪ থাক্য = থাকিও ।

“কি কর বিনোদের মাও গিরেতে বসিয়া ।
তোমার পুত্র বিনোদ আইছে রইদ্রেতে ধামিয়া ॥
কি কর বিনোদের মাসী ঘরেতে বসিয়া ।
তোমার চান্দ বিনোদ আসে নয় বউ লইয়া ॥
কি কর বিনোদের মাসী বৈসা তুমি ঘরে ।
সোনার ছত্র আন্যা ধর চান্দ বিনোদের শিরে ॥”

ধানদূর্ব্বা দিয়া পরে আধিয়া পুছিয়া ।
চান্দ মুখ লইল মায়ে মুছিয়া মুছিয়া ॥
মায়ের চরণ বন্দ্য যাদু লইয়া পায়ের ধুলা ।
পথে আইতে চান্দ মুখ হইয়াছে কালা ॥
বউগড়া^১ লইল মায় পিড়িতে বসিয়া ।
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে মায় লইল তুলিয়া ॥
জয়াদি জুকার দেয় পাড়ার যত নারী ।
রাখিল মঙ্গলঘট গঙ্গাজলে ভরি ॥
সোনারূপা দিয়া সবে বউয়ের মুখ দেখে ।
খুড়ী মাসী জেঠী যত সবে একে একে ॥
এই মতে হইল যত মঙ্গল আচার ।
এই মত মায়ের স্নর্গ হইল অপার ॥

বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া ।
কুলের^২ শোভা বউ—শাওড়ীর বুক জুড়া^৩ ॥
বউ পাইয়া বিনোদের মা পরম স্নর্গ হইল ।
ধরগিরিস্থি যত সব যতনে পাতিল ॥

১-৪৪

(১২)

কাজীর বিচার

পরেত হইল কিবা শুন দিয়া মন ।
লুচা দুধমন কাজী কৈল বিড়ম্বন ॥

^১ বউগড়া = বউটিকে ।

^২ কুলের = কোলের ।

^৩ জুড়া = জোড়া ।

বড়ই দুরন্ত কাজী ক্ষেমতা অপার ।
 চোরে আশ্রা^১ দিয়া মিয়া সাউদেরে^২ দেয় কার^৩ ॥
 ভালামন্দ নাহি জানে বিচার আচার ।
 কুলের বধু বাহির করে অতি দুরাচার ॥

একদিন দুঃখমন কাজী পথে আনাগুনি ।
 জল ভরিতে ঘাটে যায় বিনোদের কামিনী ॥
 দেখিয়া সুল্লর নারী পাগল হইল ।
 ঘোড়াতে সোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল ॥
 ভুঁয়েতে বাইয়া^৪ তার পরে লম্বা চুল ।
 সুল্লর বদন যেমন মহয়ার ফুল ॥
 আখির ফাঁকেতে^৫ তার নাচয়ে খঞ্জনা ।
 এরে দেখ্যা নিতি নিতি কাজীর আনাগুনা ॥
 আনাগুনা কইরা কাজী হইল বাওরা^৬ ।
 রাখিতে না পারে মন করে পংক্ষী উড়া^৭ ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী কোন কাম করে ।
 একবারে বসে গিয়া কুটুনির^৮ ঘরে ॥
 গেরামে আছিল দুষ্ট নেতাই কুটুনি ।
 তার স্বভাবের কথা কিছু লও গুনি ॥

বয়সেতে বেশ্যামতি কত পতি ধরে ।
 বয়স হারাইয়া অখন বসিয়াছে ঘরে ॥
 বয়স হারাইয়া তবু স্বভাব না যায় ।
 কুমন্ত্রণা দিয়া কত কামিনী মজায় ॥
 চুল পাকিয়াছে তার পড়িয়াছে দাত ।
 এতেক করিয়া অখন জুটায় পেটের ভাত ॥

^১ আশ্রা = আশ্রয় ।

^২ সাউদেরে = সাধুরে ।

^৩ কার = কারাবাস ।

^৪ বাইয়া = বাহিয়া ।

^৫ ফাঁকেতে = অবকাশে ।

^৬ বাওরা = পাগল ।

^৭ পংক্ষী উড়া = পাখী যেরূপ হাত হইতে উড়িয়া যায়, তাহার মন সেইরূপ হইল ।

^৮ কুটুনি = কুটুনী ।

বাজীর কাজ



'যোড়াতে সোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল ॥'

মনুয়া, ৭২ পৃঃ

কাজীরে দেখিয়া বুড়ি কোন কাম করে ।
কাঠালের পিড়ি দিল বৈসনের তরে ॥
“কিসের লাগ্যা আইছুইন^১ আইজ দুয়ারে আমার ।
কোন জনোর ভাগ্য মোর নাহি জানি তার ॥”

কাজী কর “কুটুনিলো তরে দিবাম সোনা ।
করিবা আমার কাজ হইয়া সান্নিহা^২ ॥
সাতখুন মাপ তোমার আমার বিচারে ।
এই কাম করলে তোমার কপাল যাইব ফিরে ॥
যেমন কইরা আমার ঘোড়া বনে ছোট্টা খায় ।
তেমন কইরা বেড়াইবা না গঠিব^৩ দায় ॥
ছনেতে বাকিয়া দিব তোমার ঘরখানি ।
ধনদৌলত যোগাইবাম যাহা লাগে আমি ॥
পর গেরামেতে যাইতে পথে আনাগুনি^৪ ।
জলের ঘাটে দেখলাম এক সুন্দর কামিনী ॥
পরিচয়-কথা তার শুন দিয়া মন ।
চান্দ বিনোদ সে যে আমার দুঃমন ॥
দেশেতে ভরসা নাই কি করি উপায় ।
গোলাপের মধু তায় গোবরিয়া^৫ খায় ॥
ছুতানাতা খইরা তুমি যাও তার বাড়ী ।
একলা পাইবা যখন সেই ত সুন্দরী ॥
আমার মনের কথা কইও তার আগে ।
ধনদৌলত তার সুবিস্তর লাগে^৬ ॥
তারায় গাথিয়া তার দিয়াম গলার মালা ।
দেখিয়া তাহার রূপ হইয়াছি পাগলা ॥

^১ আইছুইন = আসিরাছেন ।

^২ সান্নিহা = সাবধান ।

^৩ গঠিব = বটাবে ।

^৪ পর --- আনাগুনি = তিনু গুমে যাইবার জন্য আমি পথে চলাফেরা করিতেছিলাম ।

^৫ গোবরিয়া = গোবরা পোকা (“কে লিখাল তোরে এই বিদ্যে, গোবরা পোকা হয়ে বলিলি পদ্যে, থাক্ থাক্, হয়ে পাঁড়কাক, ঠোঁকর দিলি শিবনৈবিদ্যে ।” গোপাল উড়ে) ।

^৬ সুবিস্তর লাগে = তার জন্য খুব ভাল করিয়া ব্যবস্থা করিব ।

নিখা যদি করে মোরে ভাল মত চাইয়া ।
 আমার ঘরের যত নারী রইব বান্দি হইয়া ॥
 সোনা দিয়া বেইরা দিবাম সর্ব্বাঙ্গ শরীর ।
 সাতখুন মাপ তার বিচারে কাজীর ॥
 সোনার পালঙ্ক দিবাম সাজুয়া^১ বিছান ।
 গলায় গাধিয়া দিবাম মোহরের খান ॥
 দিবাম কাঁকের কলগী সোনাতে বান্দিয়া ।
 নাকের বেসর দিবাম তায় হীরায় গড়িয়া ॥”

এতেক বলিয়া কাজী নিজ ঘরে যায় ।
 এই দিকে কুটুনি মাগি চিন্তয়ে উপায় ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া নেতাই যায় বিনোদের বাড়ী ।
 তিন ডাক মারে তারে নষ্টা দুষ্টা বুড়ি ॥
 “কি কর বিনোদের মা কি কর বসিয়া ।
 অনেক দিনে আইলাম বাড়ীত তোমারে চাহিয়া^২ ৷
 গুনিয়াছি নয়। বউ আনিয়াছ ঘরে ।
 এই মত সুন্দর নারী নাহিক সহরে ॥
 চক্ষে নাই সে দেখি আমি কানে নাই সে শুনি ।
 কিমত তোমার বউ দেখাও সেয়ানী ॥”

এই মত নিতি নিতি আনাগুনি করে ।
 এক দিন একলা ঘাঠে পাইল মলুয়ারে ॥
 কাজীর যতেক কথা তাহারে জানায় ।
 একে একে কথা সব কহে মলুয়ার ॥
 “তুমিত ঘরের বধু অজ কাঞ্চা সোনা ।
 রইয়া শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা ॥
 বিচারের মানীক কাজী দেশের পরধান ।
 কইবাম তার সকল কথা না করিবাম আন^৩ ॥

^১ সাজুয়া = সাজ-সজ্জাবস্তু ।

^২ চাহিয়া = লাগিয়া ।

^৩ না --- আন = অন্যথা করিব না ।

তোমার রূপ দেখ্যা কাজী হইয়াছে কান।^১ ।
 অজ ভরিয়া তোমার দিব কাঞ্চা সোনা ॥
 নিখা যদি কর তারে ভাল মত চাইয়া^২ ।
 তার ঘরের মত নারী রইব বান্দি হইয়া ॥
 সোনা দিয়া বেইরা দিব সর্ব্বাজ শরীর ।
 সাতখুন মাপ তোমার বিচারে কাজীর ॥
 সোনার পালক দিব সাজুয়া বিছান ।
 গলায় গাথিয়া দিব মোহরের থান ॥
 দিব যে কাঁকের কলসী সোনাতে বান্দিয়া ।
 নাকের বেসর দিব হীরার গড়িয়া ॥”

ভয় পাইয়া কন্যা কাঁকের কলসী ভরে ।
 একবারে চলে কন্যা আপনার ঘরে ॥
 মনের কথা জান্তে না দেয় পাছে পাছে যায় ।
 শাওড়ী ঘরেতে নাই না দেখে উপায় ॥

আর বার কথার ফাঁদ ফাদিল কুটুনি ।
 রোষিয়া কহিল মলুয়া, “ওনলো কুটুনি ॥
 স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তরে ।
 থাকিলে মারিতাম ঝাটা তর পাকনা^৩ শিরে ॥
 বয়স গিয়াছে ওর মরবি আজিকালি ।
 লোকের দুশমন তুই দুই চক্ষের বালি ॥
 কুল বেচ্যা খাইছ তুমি বয়সের কালে ।
 সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া^৪ সকলে ॥
 কাজীরে কহিও কথা নাহি চাই^৫ আমি ।
 রাজার দোসর^৬ সেই আমার সোয়ামী ॥
 আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চুড়া ।
 আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের বোড়া^৭ ॥

^১ কান = পাগল ।

^২ চাইয়া = বিবেচনা করিয়া ।

^৩ পাকনা = পতকেশবুজ ।

^৪ নাগরিয়া = নগরের গ্রীলোক ।

^৫ চাই = অনিতে চাই ।

^৬ দোসর = ভুল্য ।

^৭ রণ-দৌড়ের বোড়া = রণক্ষেত্রে যে বোড়া বিপক্ষকে দলন করিতে ছুটিয়া যায় ।

আমার সোরাযী যেমন আসমানের চান^১ ।
 না হয় দুঘমন কাজী নউখের^২ সমান ॥
 অপমান্য^৩ বুড়ি তুমি যাও নিজের বাড়ী ।
 কাজীরে কহিও কথা সব সবিস্তারি ॥
 দুঘমন কুকুর কাজী পাপে দিল মন ।
 ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতায় বিরহন ॥
 বাচ্যা থাকুন সোরাযী আমার লক্ষ পরমাই পাইয়া ।
 ধানের মোহর ভাঙ্গি কাজীর পায়ের লাধি দিয়া ॥
 আমার স্বামী কাঞ্চাসোনা অঞ্চলের ধন ।
 তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন ॥
 জাতে মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী ।
 মনের আপছুস মিটাক তার। সাত নিখা করি ॥^৪
 সেই মতে আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা ।
 কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাটা ॥
 বয়সেতে বুড়া তুই মা-বাপের বড় ।
 তে কারণে ছাড়িলাম যাও নিজ ঘর ॥''

অপমান পাইয়া তবে নেতাই কুটুনি ।
 সকল কথা কয় তবে কাজীর সামনি^৫ ॥
 শুনিয়া দুঘমন কাজী গুসা^৬ যে হইল ।
 পরতিশোধ দিতে তবে সন্ন্যাস^৭ যে আটিল ॥
 বিনোদের উপরে কাজী পরণা^৮ জারি করে ।
 হকুম লিখিয়া দিল পরণা উপরে ॥

^১ চান = চাঁদ ।

^২ নউখের = নখের ।

^৩ অপমান্য = অপমানকারী ।

^৪ মনের - - - করি = ভাহারা সাতবার নিখা করিয়া ভাহাদের মনের আপশোধ মিটাক ।

^৫ সামনি = সামনে ।

^৬ গুসা = গোসা (রাগান্বিত) ।

^৭ সন্ন্যাস = কুপরাবর্ণ ।

^৮ পরণা = পরওয়ারা ।